بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ১৪ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআ'র খুতবায় মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতের ধারাবাহিকতায় খায়বারের যুদ্ধাভিযানের অবশিষ্ট ঘটনাবলী বর্ণনা করেন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, খায়বারের যুদ্ধাভিযানের বর্ণনা চলছিল। এখন **দ্বিতীয় দুর্গ** তথা **সা'দ বিন মুআয দুর্গের** উল্লেখ করবো, যেখানে অন্যান্য দুর্গের তুলনায় প্রচুর পরিমাণে রসদ, গবাদি পশু, সমরাস্ত্র ছিল এবং পাঁচশ যোদ্ধা অবস্থান করছিল। মুসলমানরা এ দুর্গ অবরোধ করে রেখেছিল, কিন্তু সফলতা আসেনি। বনু আসলাম গোত্রের সাহাবীরা হযরত আসমা বিন হারেসা (রা.)-এর মাধ্যমে মহানবী (সা.)-এর কাছে তাদের ক্ষুধার কষ্ট ও দুর্বলতার কথা উল্লেখ করে বলেন, আপনি আমাদের জন্য দোয়া করুন। মহানবী (সা.) বলেন, **'সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমার কাছে কিছুই নেই যদ্বারা আমি তোমাদের সহযোগিতা করবো। আমার কাছে খাবার মতো কিছুই নেই। আমি তাদের দুরাবস্থা অনুধাবন করতে পারছি, যারা এখন ক্ষুধার যন্ত্রনায় কাতর।'** এরপর এই দোয়া করেন, **'হে আল্লাহ্! সেই দুর্গ মুসলমানদের জয় করতে দাও, যা খাদ্য ও চর্বিতে পরিপূর্ণ।'**

এরপর কয়েকজন সাহাবী এবং ইহুদীদের মাঝে মল্লযুদ্ধ হয়। হযরত হুব্বাব বিন মুনযের (রা.) ইউশাকে পরাজিত করে হত্যা করেন। হযরত উম্মারা (রা.) যিয়াল নামের এক ইহুদীর মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করেন ফলে তার মাথা ফেটে যায়, তখন তিনি জাতীয় স্লোগান উচ্চকিত করেন। তখন সাহাবীরা বলেন, তোমার জিহাদ নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু মহানবী (সা.) একথা শুনে বলেন, কোনো সমস্যা নেই। সে প্রতিদান পাবে এবং তার প্রশংসাও করা হবে।

হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) বর্ণনা করেন, আমি মহানবী (সা.)-কে তির নিক্ষেপ করতে দেখি, তবে তাঁর একটি তিরও লক্ষভ্রষ্ট হচ্ছিল না আর তিনি আমাকে দেখে মুচকি হাসছিলেন। হযরত হুব্বাব বিন মুনযের (রা.) কয়েকজন সৈন্য সাথে নিয়ে দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তুমুল যুদ্ধ করেন এবং তা বিজয় করেন আর তাদের খাদ্যশস্য কব্জা করেন। মহানবী (সা.)-এর ঘোষক ঘোষণা দিয়ে বলে, এখান থেকে তোমরা নিজেরাও খাও এবং পশুদেরকেও খাওয়াও কিন্তু সাথে করে কিছু নিয়ে যাবে না।

তৃতীয় দুর্গটি হলো যুবায়ের বিন আওয়ামের দুর্গ। ইহুদীরা যখন সা'দ এবং নায়েম দুর্গ থেকে বের হয়ে যুবায়েরের দুর্গে পালিয়ে যায় তখন এ দুর্গটি অবরোধ করা হয়। এভাবে তিনদিন অবরুদ্ধ থাকার পর এক ইহুদী তাকে আশ্রয় দেয়ার শর্তে মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করে, আপনারা এভাবে এক মাস অবরোধ করলেও তাদের কিছু যায় আসে না। কেননা তাদের মাটির নিচে সুরঙ্গ আছে, যেখানে প্রচুর খাদ্য রসদ রয়েছে আর রাতে তারা পানি নেয়ার জন্য এই সুরঙ্গ দিয়ে বইরে বের হয়। আপনারা যদি তাদের পানি সংগ্রহের পথ বন্ধ কওে দেন তাহলে তারা আত্মসর্মপণ করবে। তাই এমনটিই করা হয় ফলে তারা দুর্গের বাইরে বের হয়ে আসে এবং প্রচণ্ড লড়াই শুরু হয়। সেদিন মুসলমানদের মধ্য হতে কয়েকজন সাহাবী শাহাদাতবরণ করেন এবং ইহুদীদের মধ্য হতে দশজন নিহত হয় আর অবেশেষে মুসলমানরা বিজয় লাভ করে।

এরপর মহানবী (সা.) **শাক্ক'—এর দুর্গগুলোর** অভিমুখে যান। এখানে ইহুদীদের প্রধান সেনাপতি সালাম বিন মিশকাম মুসলমানদের হাতে নিহত হয়। সে কার্যত অসুস্থ্য ছিল, সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারছিল না, তার সহযোগিরা তাকে কুতাইবাতে চলে যাওয়ার পরামর্শ

দিয়েছিল। কিন্তু সে সেখান থেকে না গিয়ে নেতৃত্ব দেয়, অবশেষে মুসলমানদের হাতে নিহত হয়।

শাক্ক হলো দুটি দুর্গের সমষ্টি। এর প্রথম দুর্গটি উবাই—এর দুর্গ ছিল। মহানবী (সা.) একটি পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে দুর্গবাসীদের সাথে লড়াই করেন। হযরত হুব্বাব বিন মুনযের (রা.) এবং আবু দুজানা (রা.) মুসলমানদের পক্ষ থেকে মল্লযুদ্ধ করেন আর শত্রুকে ধরাশায়ী করেন। এরপর মুসলমানরা সামনে অগ্রসর হন এবং দুর্গে আক্রমণ করেন। ইহুদীরা তির নিক্ষেপ করতে থাকে এবং এর বিপরীতে মুসলমানরা বাইরে থেকে তির নিক্ষেপ করতে থাকে। যেহেতু তারা ওপর থেকে তির নিক্ষেপ করছিল তাই মুসলমানরা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিলেন। উপরন্তু তারা মহানবী (সা.)-কে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে রেখেছিল, যার ফলে তাঁর কাপড়ে একটি তির এসে লাগে, কোনো কোনো বর্ণনামতে তিনি আঘাতপ্রাপ্তও হয়েছিলেন। তিনি (সা.) প্রত্যুত্তরে এক মুষ্ঠি কঙ্কর নিক্ষেপ করেন যার ফলে তাদের দুর্গ কাঁপতে আরম্ভ করে আর মুসলমানরা তাদেরকে ধৃত করে। মুসলমানরা জয়ধ্বনি উচ্চকিত করে দুর্গে প্রবেশ করে এবং ইহুদীদের বন্দি করে।

এরপর মুসলমানরা **আরো তিনটি দুর্গ অবরোধ** করে এবং সেগুলোও জয় করে। এই দুর্গগুলোর মধ্যে **কুমূস** অনেক শক্তিশালী দুর্গ ছিল । মহানবী (সা.) **'নাতাআ এবং শাক্ক'—এর** দুর্গগুলো জয় করার পর কুমূস দুর্গের দিকে অগ্রসর হন। ১৪দিন অবরোধ করে রাখার পর মহানবী (সা.) কামান দিয়ে পাথর নিক্ষেপ করতে বলেন। ইহুদীরা যখন বুঝতে পারে যে, তাদের ধ্বংস অনিবার্য তখন তারা মহানবী (সা.)-এর সাথে সন্ধিচুক্তি করার প্রস্তাব দেয়। এরপর ইহুদীদের সাথে সন্ধিচুক্তি হয়, যেখানে তিনি (সা.) অত্যন্ত কোমলতা প্রদর্শন করেন। চুক্তির শর্তাবলী হলো, **প্রথমত**, ইহুদীরা আত্মসমর্পণ করবে। **দ্বিতীয়ত**, মহানবী (সা.) ইহুদীদের নিরাপত্তা এবং তাদের নারী-শিশুদের দাস বানানো থেকে বিরত রাখবেন। **তৃতীয়ত**, ইহুদীরা খায়বার থেকে দেশান্তরিত হয়ে সিরিয়ার অভিমুখে চলে যাবে। **চতুর্থত**, বাহনের পিঠে যতটা সম্পদ বোঝাই করা সম্ভব তা তারা তাদের সাথে নিয়ে যেতে পারবে। **পঞ্চমত**, ইহুদীদের গুপ্তধন সম্পর্কে মুসলমানদেরকে অবগত করবে। **ষষ্ঠ**, তারা যদি এই চুক্তির শর্তবলী লঙ্ঘন করে বা যা প্রকাশ করা উচিত তা গোপন করে, তবে তাদের ব্যাপারে মুসলমানরা দায়মুক্ত হবে এবং মুসলমানরা এই চুক্তির সব শর্ত থেকে মুক্ত হয়ে যাবে এবং ইহুদীদের সম্পত্তি এবং স্ত্রী-সন্তানরা মুসলমানদের জন্য হালাল হয়ে যাবে। খায়বার বিজয়ের পর ইহুদীরা মহানবী (সা.)-এর কাছে নিবেদন করেন, তাদেরকে যেন খায়বারে থেকে জমিজমা চাষাবাদের অনুমতি দেয়া হয়। তিনি (সা.) তাদেরকে এর অনুমতি প্রদান করেন, অর্থাৎ তারা সেখানে চাষাবাদ করতে পারবে এবং ফসলের অর্ধেক মুসলমানদের প্রদান করবে। খায়বারে মোট ১৭জন সাহাবী শাহাদত বরণ করেন আর ৯৩জন ইহুদী নিহত হয়।

খায়বারের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। যেমন, বিজয়ের পর ইহুদীরা কেনানা বিন রবী' ও তার ভাইকে মহানবী (সা.)-এর কাছে নিয়ে আসে। কেনানা গোটা খায়বারের নেতা ছিল এবং হযরত সাফিয়া (রা.)-এর স্বামী ছিল আর রবী' ছিল তার চাচাতো ভাই। কেনানার কাছে ইহুদীগোত্র বনু নযীরের নেতা হুয়াই বিন আখতাবের ধনভাণ্ডার ছিল যাতে স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি ছিল। মহানবী (সা.) বলেন, তোমাদের গুপ্তধন কোথায়? তারা উত্তরে বলে, সেগুলো শেষ হয়ে গেছে। মহানবী (সা.) বলেন, তোমরা উভয়ে যদি কিছু গোপন করো আর পরবর্তীতে তা পাওয়া যায় তখন তোমার প্রতি আল্লাহ্ ও তার রসূলের কোনো দায়িত্ব থাকবে না।

ইতিহাস ও জীবনীগ্রন্থে পাওয়া যায়, মহানবী (সা.) একজন সাহাবীকে কিছু চিহ্ন উল্লেখ করে প্রেরণ করেন আর সেই সাহাবী তা পেয়ে মহানবী (সা.)-এর কাছে নিয়ে আসে যার মূল্য ১০ হাজার দীনার নির্ধারণ করা হয়। এরপর কেননা ও রবীকে হত্যা করা হয়।

হুযূর আনোয়ার (আই.) এ ঘটনাটি বিভিন্ন আঙ্গিকে উল্লেখ করে সামগ্রিক পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলেন, এ বিষয়ে আপত্তি করে বলা হয়, এখানে মহানবী (সা.)-এর নির্দয় ও নিষ্ঠুর আচরণের প্রমাণ পাওয়া যায় আর এটি স্পষ্ট হয় যে, তার (সা.) সম্পদের প্রতি লোভ ছিল। এর উত্তর হলো, মহানবী (সা.)-এর জীবন খোলা বইয়ের ন্যায় ছিল। তিনি যুদ্ধের সময় শিশু এবং নারীদেরকে হত্যা করতে, এমনকি ফলবান বৃক্ষ কাটতেও নিষেধ করতেন। যিনি পশুদেরও হত্যা করতে নিষেধ করতেন তিনি কীভাবে সম্পদের লোভে একজনকে হত্যা করতে পারেন? অনুরূপভাবে মালে গণিমতের জন্য যুদ্ধ করাও তাঁর প্রতি একটি অন্যায় আপত্তি। খায়বারে যাত্রার পূর্বেই তিনি (সা.) এ ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, যারা সম্পদের জন্য যুদ্ধ করতে চায় তারা যেন আমাদের সাথে না আসে। অতএব, তার (সা.) বিষয়ে এ ধরনের আপত্তি করতে হলে প্রথমে হাদীস ও অন্যান্য পুস্তকের বিবরণ যাচাই করে দেখা উচিত। তার মতো ন্যায়বিচারক ও সহানুভূতিশীল একজন মানুষ সম্পর্কে এরূপ কর্মকাণ্ডের আপত্তি উত্থাপন কতটা ন্যায়সঙ্গত!

হুযূর (আই.) পশ্চিমা সমালোচকদের বিভিন্ন আপত্তিকর রেওয়ায়েতের সনদকে দৃষ্টিপটে রেখে পর্যালোচনা করেন এবং সেসব সত্য বহির্ভূত বর্ণনাকে মিথ্যা প্রমাণিত করেন। যেমন, আল্লামা শিবলী নোমানী উক্ত বক্তব্যকে চরম ভ্রান্ত রেওয়ায়েত বলে আখ্যা দিয়েছেন। অনুরূপভাবে কেনানাকে হত্যার কারণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি মাহমুদ বিন মাসলামা (রা.)-কে হত্যা করেছিল আর মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) তার ভাইয়ের হত্যার প্রতিশোধস্বরূপ তাকে হত্যা করেছিলেন। এক আহমদী লেখক সৈয়দ বরকত সাহেব তার পুস্তকে লিখেছেন, ইবনে ইসহাক কোনো সনদ ছাড়াই উক্ত ঘটনা বর্ণনা করেছেন। প্রথমত, শাস্তি প্রদানের বিষয়টি রয়েছে, অথচ আগুন দিয়ে শাস্তি প্রদান ইসলামের শিক্ষার বিপরীত। দ্বিতীয়ত রয়েছে সম্পদের বিয়য়টি, কিন্তু খায়বারের মালে গণিমত বণ্টনের ক্ষেত্রে এ সম্পদের কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না আর বায়তুল মালে অন্তর্ভূক্তির কোনো বর্ণনাও বিদ্যমান নেই। এক ইহুদী মহিলা মহানবী (সা.)-কে বিষ পুয়োগে হত্যার চেষ্টা করেছিল। এর বিস্তারিত বিবরণ আগামীতে বর্ণনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ॥

পরিশেষে হুযূর (আই.) সম্প্রতি প্রয়াত অষ্ট্রেলিয়া নিবাসী একজন নিষ্ঠাবান আহমদী জনাব শরীফ আহমদ কাহলুন সাহেবের পুত্র জনাব মাস্টার মানসুর আহমদ কাহলুন সাহেবের স্মৃতিচারণ করে তার জন্য দোয়া করেন এবং নামাযের পর তারা গায়েবানা জানাযা পড়ানোর ঘোষণা প্রদান করেন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)